শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

২০২১ । সংখ্যা-১৫

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

দেবগণ, অসুরকুল ও ভক্তজন

দেবগণ তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি পরিতৃপ্তির সুযোগ পেতে চেষ্টা করে থাকেন, কিন্তু সেই চেষ্টা তাঁরা করছেন কৃষ্ণের আদেশ অনুসরণের মাধ্যমে। অসুরকুলও তাদের ইন্দ্রিয়াদি উপভোগের জন্য সচেষ্ট হয়, তবে তারা সেটা করছে কৃষ্ণকে অমান্য করে। কিন্তু ভক্তেরা তাঁদের ইন্দ্রিয় উপভোগের চেষ্টাই করেন না। তাঁরা বুঝেছেন যে, ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি জীবনের লক্ষ্য নয়। তাঁরা কৃষ্ণেরই ইন্দ্রিয়াদি পরিতৃপ্তির চেষ্টা করে থাকেন। সুতরাং অসুরকুল আর দেবকুল থেকে ভক্তজনে পার্থক্য রয়েছে।

অসুরকুল আর দেবকুলে সর্বদাই বিবাদ চলেছে। কিন্তু কৃষ্ণ আর বলরাম দূরে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন আর লক্ষ্য করছেন। তাঁরা কোনও পক্ষেই নেই। ঠিক যেমন হিরণ্যকশিপু সমস্ত দেবতাদের পরাভূত করেছিল। দেবকুল বিশেষ আবেদন না জানালে কৃষ্ণ আদপেই বিব্রতবোধ করতেন না। তবে হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের

ওপর অত্যাচার শুরু করেছিল বলেই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূত হন।

যখন হিরণ্যকশিপু নিহত হল, তখন প্রহ্লাদ কি বলেছিল? সে বলেছিল, "হে নৃসিংহদেব, আমার পিতার ওপর কৃপা বর্ষণ করুন। অপরাধ নেবেন না।" বলতে গেলে, ভক্ত কখনও অসুরকুলকে শত্রু বলে মনে করে না। ভক্ত শুধুই কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট, আর তাই সে প্রত্যেকেরই মঙ্গল কামনা করে থাকে। অসুরকুল এবং দেবগণের চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বে এক অপ্রাকৃত সত্তা হলেন ভক্ত।

কোনও ব্যক্তি দেবতাই হোক আর দৈত্যই হোক, ভক্ত তাদের সকলকেই ভক্তরূপে দেখতে চায়। বলি, মহারাজ ছিলেন দৈত্যরাজ। তবু তিনি এক মহান ভক্ত হয়ে ওঠেন। কৃষ্ণের যে সব ভক্তজন আছেন, তাঁদের মধ্যে অসুরকুল আর দেবগণ দুই-ই রয়েছেন। কোনও দৈত্য যে হয়ত ইন্দ্রিয়ভোগী এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন, সে-ও ভক্ত হয়ে উঠতে পারে, কোনও ভক্তের কৃপায়। ভক্ত দৈত্যদেরও পরিবর্তন দেখতে চায়।

যে সব অসুরেরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন থামিয়ে দিতে চায়, ভক্তরা তাদের শাস্তিভোগ বা দুর্দশা ভোগ করতে দেখলে বিচলিত হয় না, যাতে আন্দোলন অপ্রতিহত গতিতে এগুতে থাকে। কিন্তু সেই সাথে, ঐসব অসুরগুলি যদি ভক্ত হয়ে ওঠে, তা হলে ভক্তগণ একান্ত ভাবেই সন্তুষ্ট হন এবং তাঁরা সেটাই বেশি করে দেখতে চান।

অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনও ভক্ত বিদ্বেষ পরায়ণ হন না। তিনি প্রত্যেকেরই মঙ্গল কামনা করে থাকেন। কিন্তু যদি কেউ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আন্দোলন রোধ করতে থাকে, তা হলে তার অপরাধমূলক কার্যকলাপ যে কোনও ভাবে থামাতে চেষ্টা করাই ভাল। যত বেশি অপরাধ সে করবে, তত বেশি দুর্দশা নেমে আসে তার ওপর। ঠিক যেমন সাপ এতই অপরাধী যে, ঋষিতুল্য মানুষও সাপ দেখলেই মেরে ফেলতে চান।

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ২৯

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net

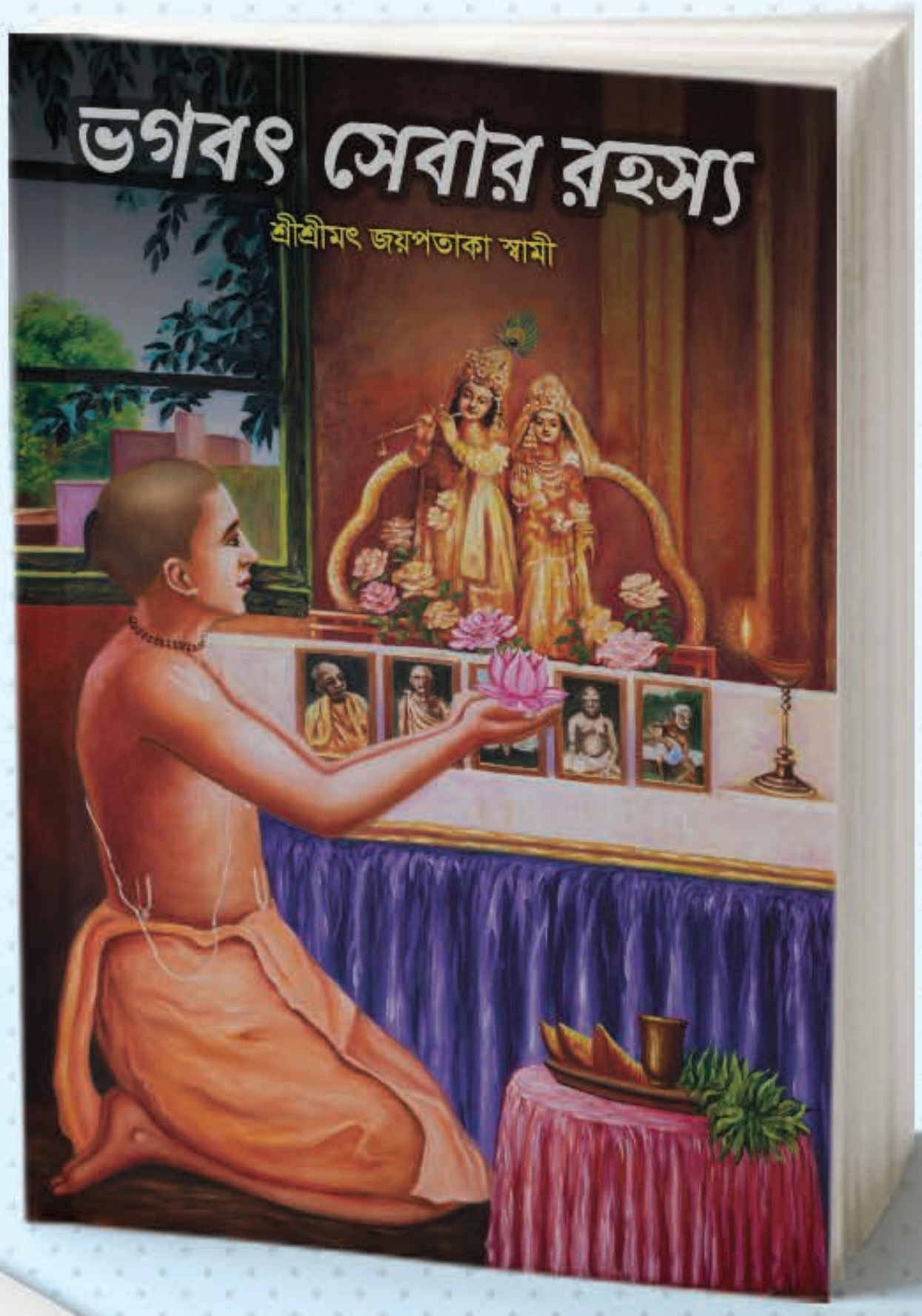

ভিক্টোরী ফ্লাগ পাবলিকেশন্স প্রকাশিত

লেখক: শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী

+919800915553